MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

The Nature of Consciousness in the Philosophy of Jean-Paul Sartre: A Philosophical Analysis

জঁ-পল সার্ত্রের দর্শনে চৈতন্যের স্বরূপ : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

Rabindranath Hati

Research Scholar, Department of Philosophy
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal, India
Email: rabindranathhati1999@gmail.com
Page No: 148-153

Abstract: *In this short research paper, an attempt has been made to analyze the nature of consciousness in the existential philosophy of Jean-Paul Sartre. The study begins by examining how and why existential philosophy emerged, alongside an inquiry into its fundamental nature. It subsequently delves into the core theme of Sartre's existentialism—the nature of consciousness—providing a thorough discussion of its definition, essence, and distinct characteristics according to Sartre. The paper seeks to demonstrate how Sartre elucidates the true nature of human existence through his examination of consciousness. Sartre posits human consciousness as inherently free; however, within his existential framework, freedom assumes a unique dimension, which he explicates from an ontological perspective. Departing from conventional philosophical traditions, Sartre advances a distinctive and radically original approach to the discourse on consciousness.*

Keywords: *Consciousness, Freedom, Existence, Nothingness, Intentionality, Negation, Bad Faith.*

অস্তিবাদী দর্শনের স্বরূপ

অস্তিবাদী দর্শন হল একপ্রকার দার্শনিক আন্দোলন। এই দার্শনিক আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসাবে মিলে মিশে আছে কবিতা, নাটক এবং গভীর দার্শনিক চিন্তা। এগুলিকে একত্রে নিয়ে অস্তিবাদী আন্দোলন শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দিতে। অস্তিবাদী আন্দোলনের পিছনে ছিল দুটি স্রোত, যার একটি হল দার্শনিক এবং অপরটি হল ঐতিহাসিক। প্রথম ক্ষেত্রে আধুনিকতার যে দর্শন অর্থাৎ নবজাগরণ এবং জ্ঞানদীপ্তির দর্শন সেই দর্শনের বিরুদ্ধে একটি দার্শনিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে অস্তিবাদী আন্দোলনের উত্থান হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ধীরে ধীরে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, শিল্প বিপ্লব, অবমানবায়ন, উপনিবেশ, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে সাহিত্যিক আন্দোলন এরই পরে উত্থান হয় অস্তিবাদের। অস্তিবাদের অভিমুখ ছিল ঈশ্বর, যুক্তি, সার্বিকতা, চরম সত্য, স্বতঃপ্রামাণ্য—এই সকল ধারণার বিরুদ্ধে। সমাজের দ্বৈততন্ত্র-কে ভাঙার উপর জোর দেয় অস্তিবাদ। দ্বৈততন্ত্রে দাবী করা হয় যে দুটি বিষয়ের বাইরে কিছু হবে না, এর মধ্যবর্তীও কিছু হবে না কিন্তু দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি হবে। যেমন হয় সেটা সত্য হবে, না হয় সেটা মিথ্যা হবে। হয় সেটা ভাল হবে, না হয় সেটা মন্দ হবে। হয় জড় হবে, না হয় চেতন হবে ইত্যাদি। অস্তিবাদ এমন দ্বৈততন্ত্রকে স্বীকার করে না। অস্তবাদী দর্শন দাবী করে এই দ্বৈততার মধ্যবর্তীও কিছু হতে পারে। দ্বৈততন্ত্র শেষ কথা বলে না। অস্তিবাদী দর্শন বস্তুগত সত্যতার পরিবর্তে বিষয়ীগত সত্যতার উপর জোর দেয়। কিয়ের্কেগার্ড যেমন বিষয়ীগত সত্যের কথা বলেন। তাঁর মতে সত্য কখনও সার্বিক ও বস্তুগত হতে পারে না। তিনি তাঁর মানব অস্তিত্বের দ্বান্দিকতার তৃতীয় স্তরে যথা ধর্মীয়বোধের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেন। তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাসের কথা বলেন, এই বিশ্বাস ব্যক্তিগত সত্য। কেননা এই সত্য প্রমাণিত নয়।

অস্তিবাদী দর্শন দাবী করে যে আধুনিকতার দর্শন এগিয়ে চলে মতবাদ, তত্ত্ব ও তন্ত্র ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। অস্তিবাদী দর্শন দাবী করে এগুলো ব্যক্তি-মানুষের যাপিত জীবনকে ধরতে পারে না, সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি ও কল্পনাকে ধরতে পারে না। অস্তিবাদ বুদ্ধিবাদ-এর বিরুদ্ধে কথা বলে। তাঁদের মতে যুক্তিবাদের যে প্রাবল্য তা মানতে গিয়ে কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এই যুক্তির প্রাবল্য মানুষের কষ্ট যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। অস্তিবাদী দর্শন আইন-ভিত্তিক জীবনের তুলনায় অবস্থাভিত্তিক জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অস্তিবাদ মানুষের স্বাধীনতার কথা বলে, মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ কি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে। অস্তিবাদী দর্শন নির্দেশ দেয় স্বাধীনতা স্বীকার করার জন্য কেননা স্বাধীনতা স্বীকারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির যথার্থ অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই স্বাধীনতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে উদ্বেগ, এর দায় ব্যক্তিকে নিতে হয়। যখন ব্যক্তি নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দেয় তখন সেই

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

স্বাধীনতার পশ্চাতে থাকে প্রচ্ছন্ন দায়িত্ববোধ। অস্তিবাদী দর্শন বলে মানুষকে নিজের জীবনে অর্থ সৃষ্টি করতে হয়। বেঁচে থাকার অর্থ মানুষকে বের করতে হয়। অস্তিবাদী দর্শন জোর দেয় মানুষের অস্তিত্বের উপর। অস্তিত্ব সবকিছুর আগে তারপর বাকিসব। তাই এঁরা বলে *Existence precedes essence*[1] অর্থাৎ অস্তিত্ব সারের আগে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে দেকার্ত তাঁর দর্শনে যে মৌলিক সূত্রটি দর্শনের ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেন তা হল *I think therefore I am*[2]—এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন আমার চিন্তা বা চেতনা বা সার থেকে আমার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে সার (Essence) তারপর অস্তিত্ব (Existence)। দেকার্তের এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে অস্তিবাদী দার্শনিকগণ।

জঁ-পল সার্ত্রের মতে চৈতন্য

জঁ-পল সার্ত্রে (Jean-Paul-Sartre) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি অস্তিবাদী দার্শনিক। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন দার্শনিক তেমিনি অন্যদিকে ছিলেন নাট্যকার, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক। সার্ত্রে ছিলেন খুবই সমাজ সচেতন মানুষ। তিনি কোনও প্রাতিষ্ঠানিকবাদকে মানতে চাননি, সবসময় তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি ছিলেন স্পষ্ট ও নির্মোহ বক্তা। তিনি সাহিত্যে ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরষ্কার পান। কিন্তু তিনি এই নোবেল পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান করেন কেননা, তিনি কখনও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান চাননি। তাঁর মতে লেখককে 'প্রাতিষ্ঠানিক' বানানো উচিত নয়।

তাঁর মতে মানুষ প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে, তারপর নিজের কর্ম, সিদ্ধান্ত ও জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজের অর্থ বা সারাংশ তৈরি করে। কোনো পূর্ব নির্ধারিত সার (Essence) নেই — ঈশ্বর নেই, তাই মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা আনন্দের নয়, বরং যন্ত্রণাদায়ক (Anguish) কারণ সব দায়িত্ব নিজের। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*Being and Nothingness*'-এ তাঁর মূল দার্শিনিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এই বইয়ে তিনি চেতনার আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁর দার্শনিক আলোচনার একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয় হল চৈতন্য। তিনি তাঁর আরও একটি বিখ্যাত বই '*Transcendence of the Ego*'-তে চৈতন্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। জঁ-পল সার্ত্রে পাশ্চাত্যের চিরাচরিত ধারা থেকে সরে এসে চৈতন্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের চিরাচরিত ধারায় চৈতন্যকে কখনো কখনো মনের একটা ধর্ম বা গুণ হিসাবে দেখা হয়েছে অথবা চৈতন্যকে একটা আধিবিদ্যক ধারণা হিসেবে দেখা হয়েছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চৈতন্যকে কেন্দ্র করে এক ধরনের ভাববাদ গড়ে উঠেছে। তিনি এই ধরনের কোনো ভাববাদ বিষয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর কাছে চৈতন্য মানে একটা যাপনকারী চৈতন্য। *Consciousness is analysed, in the Phenomenologies of Sartre and Merleau-Ponty, Not as of a knowing consciousness or as a primarily reflecting consciousness, but rather as an active, 'living' consciousness.*[3] এই চৈতন্য মনের ধর্ম বা গুণ নয়। তিনি চেতনাকে দেহ সমন্বিত চৈতন্য হিসাবে দেখেছেন। সার্ত্রে (Sartre), হুসার্লের (Husserl) প্রতিভাস তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রতিভাস তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল বিষয়মুখীনতার তত্ত্ব। *"Intentionality", he says, express the fundamental property of consciousness;...*[4] এই তত্ত্বে বলা হয় চৈতন্য সর্বদা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ কোনও কিছুকে চৈতন্য ধরে তাই *Husserl defines the intentionality of consciousness as the peculiarity of experiences [Erlebnissen] 'to be the consciousness of something*[5] এটাকে সার্ত্রে তাঁর দর্শনে কাজে লাগিয়েছেন। এই যে চৈতন্য বিষয়ের দিকে ধাবমান হচ্ছে সেটা চৈতন্য ক্রিয়া। তাই সার্ত্রের দর্শনে চেতনা কোন বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়, চৈতন্য কোনও দ্রব্য নয়, অতিবর্তি চৈতন্যও নয়। চৈতন্য মানে তাঁর কাছে চেতন ক্রিয়া; যে চেতনা প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কিছুর প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এই চৈতন্য ক্রিয়াশীল হচ্ছে দেহের মধ্যে দিয়ে। তিনি বলেন আমার দেহ আছে এমন নয় কেননা আমিই দেহ। দেহাতিরিক্ত কোনও সত্তা চৈতন্য নয়। মৌলিকভাবে চেতনা কোনও 'Ego' বা অহং নয়। চেতনার কোন না কোন বিষয় অবশ্য থাকবে তাই বলা হয়, *All consciousness is consciousness of something*[6] অর্থাৎ নির্বিষয়ক চৈতন্য বলে কিছুই নেই কেননা চৈতন্যের স্বভাব হল সে সবসময় নিজের থেকে বেরিয়ে বিষয়কে ধরছে। তাই সার্ত্রের কাছে চেতনা হল স্ব-হেতু সত্তা (Being-for-itself)। সুতরাং বলা যায়, চেতনা কখনো নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তা সব সময় বিষয়কে কামনা করছে। *Consciousness; as we have already seen, is Said to be dependent on its objects for its own existences,....*[7] অর্থাৎ চৈতন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। চৈতন্য সবসময় বিষয়ের আকারে আকরিত হচ্ছে। মৃত্যুতে এই চেতনা থাকে না। চৈতন্য এমন যার মধ্যে বস্তু রয়েছে তাই চৈতন্য ক্রিয়া এবং তার বস্তু (Object) অবিচ্ছেদ্য। *Consciousness is first of all a practical consciousness, a 'pre-reflective' consciousness*[8] প্রাথমিকভাবে চৈতন্য প্রাক-অনুধ্যানমূলক। স্বরূপত তার মধ্যে অহং থাকে না, তা অহংহীন— এটাকে 'Non-Egologic theory of Conscious-

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ness' বলা হয়। বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশীল হওয়া চেতনার স্বরূপ। ধরা যাক, একটা চৈতন্য ক্রিয়া রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ারূপ কর্ম করছে এবং তার বিষয় হিসেবে আছে রাস্তার আশেপাশের পরিস্থিতি সেখানে 'I' বা 'Ego' বা অহং থাকে না। 'Ego' বা অহং তখনই আসছে যখনই আমরা কোন কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। আমি যখন অন্যের কাছে বস্তু (Object) হয়ে যাচ্ছি তখন অহং- এর উদ্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ চৈতন্যের বিষয় হিসাবে অহং পরে তৈরী হচ্ছে। চৈতন্য সব সময় নিজেকে অতিক্রম করে যাচ্ছে নিজের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাই বলা হয় চৈতন্যের মধ্যে স্ব-নিষেধের ব্যাপার রয়েছে। চৈতন্য নিজেকে নিষেধ করে এগিয়ে যেতে পারে। চৈতন্য নিজেকে অতিক্রম করে যায়। কারণ, সে অপূর্ণ আর এই অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য সে প্রতিনিয়ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে চৈতন্যের মধ্যে শূন্যতা রয়েছে আর এই শূন্যতাকে পূরণ করার সম্ভাবনাও চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে। তাহলে বলা যায় যে, চৈতন্য স্বরূপত শূন্য। যদি না শূন্য হতো সে নিজেকে পূর্ণ করতে চাইতো না। শূন্যতা মানে আজ ওটি যা সেটা ছাড়া সে অন্য কিছু হতে হয়ে উঠতে পারে। চৈতন্য যে কোনো কিছু হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং *Consciousness is nothingness for Sartre*[9]

চৈতন্য স্বরূপত শূন্য শুধুই নয় চৈতন্যের শূন্যতার অভিজ্ঞতাও হয়, বিষয় অলিক হতে পারে, বিষয়ের অভাব হতে পারে সেক্ষেত্রে শূন্যতার অভিজ্ঞতা চেতনার হয়। চেতনা ওই বিশেষ শূন্যতাকে Intent করে, ওটা তার অভিজ্ঞতার বিষয় হয়। 'Nothingness'-কে চৈতন্য Posit করতে পারে। বিষয়ের অভাবকে চৈতন্য তার অভিজ্ঞতায় উপস্থিত করে। *An act of nihilation is a consciousness act of 'going beyond', the actuality of a state of affairs*[10] অর্থাৎ সার্ত্রের মতে চেতনা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এই ধাববান ক্রিয়াকে নেতিকরণের প্রক্রিয়া বলা হয়। আরও বলা হয়, *.....nihilation is an activity of consciousness and is responsible for the existence of nothingness 'in the world* [11] এবং এই নেতিকরণ প্রক্রিয়া দুই প্রকার, যথা - ১) Nihilation of the World ২) Nihilation of the Self

নেতিকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার ভাষ্যকারেরা বলেন এই 'Nihilation' আসলে 'Negation' অর্থাৎ নিষেধ আর 'Negation' মানে 'Alternation' আর 'Alternation' মানে Change অর্থাৎ পরিবর্তন। প্রথমে জগতের পরিবর্তন তার আগে নিজের পরিবর্তন। আমরা প্রাত্যহিক জগতের উপর অর্থ আরোপ করতে চাই অর্থাৎ প্রাত্যহিক জগতকে নিজের মতো করে নিতে চাই। অর্থাৎ জগতের পরিবর্তন ঘটাতে চাই। চৈতন্য বিষয়ের আকারে আকরিত হতে গিয়ে তার জগতের উপর অর্থ আরোপ করে, পরিবর্তন করে এর অর্থ হল অমরা জগতের মধ্যে আমরা নেতিকরণ করছি, না কে প্রকাশ করছি। কিন্তু জগতের পরিবর্তন তখনই ঘটানো সম্ভব যখন আমরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাই। যদি না আমদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকে, সম্ভাব্য সত্তাকে নিজের মধ্যে উপস্থিত করতে না পারি তাহলে পরিবর্তন হবে না। চৈতন্য নিজেকে নিষেধ করতে পারে। নিজেকে অতিক্রম করতে না পারলে জগৎকে অতিক্রম করতে পারবেনা। চেতনা আসলে বিষয়ের আকারে আকরিত হতে গিয়ে নিজেকে নিষেধ করছে, যার দুটি অভিমুখ প্রথমে নিজেকে অতিক্রম করা, তারপর জগতকে অতিক্রম করা। সবকিছু মিলে একটা নতুন চেতনার উদ্ভব হচ্ছে। চেতনা শুধু যে স্বয়ং শূন্য তা নয় তার শূন্যতার অভিজ্ঞতাও হয় তাই নয়, সে শূন্যতাকে উপস্থাপনও করতে পারে। এই উপস্থাপন করতে পারে কল্পনার মাধ্যমে। চার ভাবে কল্পনার মধ্য দিয়ে শূন্যতার আকারকে চেতনা উপস্থাপন করতে পারে। কল্পনা করা একটা চৈতন্য ক্রিয়া। চৈতন্য ক্রিয়া চার ভাবে শূন্যতাকে উপস্থাপন করে—

- প্রথমত, অলীক বস্তু কল্পনার সবচেয়ে বড় কাজ হলো সে 'Non Existent Object' অর্থাৎ অলীক বস্তুকে উপস্থিত করতে পারে। যার অভিজ্ঞতা আমাদের কোনদিন হয়নি চৈতন্য কল্পনার মধ্য দিয়ে তাকে উপস্থিত করতে পারে। Unreal বা অসৎ বা অলীক বস্তুকে চেতনা তুলে ধরতে পারে মানে সে শূন্য তাকে তুলে ধরতে পারে। এখানেই চৈতন্য চরমভাবে স্বাধীন।
- দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তির বা বস্তুর অনুপস্থিতিকে অর্থাৎ Absent Object-কে চৈতন্য উপস্থাপন করে।
- তৃতীয়ত, অন্যত্র আছে এমন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে যে ভাবনা আসছে সেটাকে শূন্যতা হিসাবে চৈতন্য উপস্থাপন করতে পারে।
- চতুর্থত, Not positing as existence অর্থাৎ অস্তিত্বশীল বলে উপস্থাপন না করা। সুতরাং কোনও কিছু অস্তিত্বশীল কিন্তু আমার কল্পনায় আমরা ধরে নিচ্ছি তা অস্তিত্বশীল নয়।

নেতিকরণ ক্রিয়া স্বাধীনতার জনক। তাই বলা হয়, *.....the origins of this freedom; it is in acts of nihilation, specifically, acts of self-nihilation in which human freedom is born*[12] চৈতন্য হল শূন্য— সার্ত্রের এই যে ভাবনা এখান থেকেই সার্ত্রের পরবর্তী ভাবনা বেরিয়ে আসে তা হল চৈতন্য স্বাধীনতা। চৈতন্য স্বাধীন

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

কারণ তার ভিত্তি হচ্ছে সে শূন্য। শূন্য বলেই তা স্বাধীন। সে যেকোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সে গড়ে তুলতে পারে। যেকোন বিষয়ের আকারে আকরিত হতে পারে। চেতনায় শূন্য বলে বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হয়ে চৈতন্যের রেহাই বা মুক্তি নেই। অর্থাৎ নির্বাচন না করে চেতনার মুক্তি নেই। তাকে প্রত্যেকটা সময় নির্বাচন করতে হচ্ছে। চেতনা যখন মনে করছে সে নির্বাচন করছে না তখনও সে কিছু না নির্বাচন করছে। নির্বাচন ছাড়া তার নিস্তার নেই। এই জন্য বিখ্যাত উক্তি করে বলা হয়, *I am Condemned to be free*[13] অর্থাৎ আমি স্বাধীনতায় দণ্ডিত। আমরা স্বাধীনতায় দন্ডিত, অভিশপ্ত। স্বাধীনতা নেব না বললে হবে না। নির্বাচন তাকে করতেই হবে আর এর কারণ হল সে স্ব-হেতু সত্তা। সে নিজের মধ্যে স্থির থাকতে পারে না। এই জন্য চৈতন্য স্বাধীনতায় দন্ডিত। বলা হয়, *My choice has been free in any case; my action never succeeds in spite of my free choice. Absolute freedom is freedom of choice freedom of intention or freedom of signification and not freedom of success in action.*[14] অর্থাৎ এমন স্বাধীনতাকে বলা হয় নির্বাচনের স্বাধীনতা, অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা। চেতনা সীমাহীন, তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। চেতনা চরমভাবে স্বাধীন, চূড়ান্ত স্বাধীনতা তার আছে। এখন প্রশ্ন ওঠে চূড়ান্ত স্বাধীনতা আছে বলে কি আমরা সবকিছু পাই? কোথাও কি সীমাবদ্ধতা আছে? তখন সার্ত্রে বলেন আমরা যে অবস্থা সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমার চরম স্বাধীনতা আছে। আমরা আমাদের নৈতিক মূল্য গুলিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি করি। সার্ত্রে বলবেন আমাদের জীবন বাঁধা আছে তার মানে এই নয় 'freedom of choice' বা নির্বাচনের স্বাধীনতার মূল্যটা নষ্ট হয়ে যায়। ধরা যাক, দূরে একটা পাহাড় আছে, আর আমি ওই পাহাড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আমি পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বাঁধা পাওয়ার ফলে পাহাড়ে উঠতে পারলাম না, তার মানে এই নয় আমার 'freedom of Intention' ব্যর্থ হবে। আমার ব্যর্থতা স্বাধীনতার অর্থকে খাটো করে দেয় না। নির্বাচনের স্বাধীনতা হল আমার সিদ্ধান্ত। নির্বাচনের স্বাধীনতার সাথে সাফল্যের বা ব্যর্থতার কোনও তাত্ত্বিক যোগ নেই। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। স্বাধীনতার সাথে উদ্বেগের যোগ আছে।

Anguish arises with (or is) the recognition freedom is of one's freedom, and because freedom is consciousness and as consciousness always must have the ability to know itself there can be no escape from the possibility of anguish.[15] অর্থাৎ স্বাধীনতা হল উদ্বেগের জনক, যার থেকে মুক্তি অসম্ভব। সার্ত্রের মতে স্বাধীনতার সঙ্গে উদ্বেগের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যে ব্যক্তি স্বাধীন সে কিন্তু সব সময় উদ্বিগ্ন। উদ্বেগ ছাড়া তার স্বাধীনতা থাকতে পারেনা। যে ব্যক্তি স্বাধীন তার কিন্তু আরাম বা স্বস্তি নেই। কারণ আমি যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তখন আমি একা অন্যদের থেকে সরে এসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, এই একাকীত্ব আমাকে উদ্বিগ্ন করে। আমার স্বাধীনতার সঙ্গে আমার দায় আছে, দায়বদ্ধতার যোগ আছে। আমি নিজে অর্থ বা মূল্য তৈরী করছি, তার দায় একান্ত আমার। সেই দায়ের উদ্বিগ্নতা আছে সেটা কিন্তু আরাম বা স্বস্তির নয়। স্বাধীন হতে গেলে উদ্বেগ থাকবে আর যত বেশি উদ্বেগ থেকে পালাতে চাইবে ততই উদ্বেগ কাছে এগিয়ে আসবে। উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই, একমাত্র উপায় হল স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। আর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে হলে চৈতন্য একটা অজুহাত হাজির করে। ফলে আমরা নিজেরা মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করি। মানুষ উদ্বেগ নিতে চায় না কারণ তা বোঝা, কিন্তু স্বাধীনতা নিতে গেলে তো উদ্বেগ নিতেই হবে। তাই উদ্বেগ থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু মানুষ এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং সে অযথার্থ (Inauthentic) স্তরে চলে যায় কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে সে মুক্ত হবে? সার্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মুক্ত হওয়ার একটাই উপায় তা হলো স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা, আর এই অস্বীকার সে সরাসরি করতে পারে না। এর জন্য সে অজুহাতের আশ্রয় নেয়। সেই অজুহাতকে বলা হয় মিথ্যা বিশ্বাস। *Mauvaise foi or bad faith is the attempt to flee the anguish of freedom and responsibility*[16] এবং *.....bad faith as 'self-deception', we may simply conceive of bad faith as a lie to oneself, more specifically, a lie to oneself about oneself.*[17] অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস হল নিজের কাছে নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বোঝানো। এটি সাধারণ মিথ্যা থেকে আলাদা। সাধারণ মিথ্যা হচ্ছে অন্য কোন কিছু সম্পর্কে কোন কিছু অস্বীকার করা। এই মিথ্যাটা অন্যের সম্পর্কে কিন্তু মিথ্যা বিশ্বাস হল নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বলা এবং সেটা হলো নিজের সঙ্গে নিজের প্রবঞ্চনা (Self-Deception) এই বিষয়টিকে সার্ত্রে বোঝানোর জন্য সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন সেটি নিম্নে আলোচনা করা হল—

একজন ভদ্রমহিলা তার পুরুষ বন্ধুর সাথে রেস্তরাঁয় গেছে। ভদ্র মহিলাটি স্বেচ্ছায় গেছে। রেস্তরাঁয় গিয়ে সেই পুরুষ বন্ধু ভদ্রমহিলার হাতটি ধরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছন। ভদ্রমহিলা হ্যাঁ কিংবা না কোনটাই বলছে না। ভদ্রমহিলার কিন্তু যে কোন একটা বলার স্বাধীনতা আছে, যে কোনও একটি নির্বাচন করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সে কোনোটি বলছে না অর্থাৎ তিনি নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে চাইছেন। প্রথমে ভদ্রমহিলা ভাবছেন যে, ওই ভদ্রলোকটি

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ভালো নয়। কিন্তু এটি তিনি ভুল ভাবছেন কেননা, ভদ্রলোকটি যদি ভালো না হতো সে তার সাথে আসতো না। তারপর মহিলাটি ভাবছেন যে, তার সম্পত্তির লোভে সে তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছে। আদৌ তার মধ্যে ভালোবাসা নেই, এর মধ্যে রয়েছে দূরভিসন্ধি। এরপর মহিলাটি ভাবছেন যে, ভদ্রলোকটি যে হাতটা ধরে আছে সেই হাতটি আমার নয়। এখানেই স্ব-বিচ্ছিন্নতার কথা আসে। এরপর ভদ্র মহিলাটি ভাবছেন আমি মহিলা নই-এর দ্বারা নিজের সত্তাকে তিনি অস্বীকার করছেন। এখানে মহিলাটি 'না' বা 'হ্যাঁ' বলছেন না, তার কারণ হল মহিলাটির যে দায়িত্ব সে সেটাকে এড়িয়ে যেতে চায়। সে স্বাধীনতা নিতে চায় না। এভাবে সে আত্ম-প্রবঞ্চনার মধ্যে প্রবেশ করে। এখন সেই মহিলাটি একটা Inauthentic Sate -এর মধ্যে রয়েছে।

উপসংহার

জঁ-পল সার্ত্রের উপরিক্ত চৈতন্য সম্পর্কীত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আমাদের চৈতন্য মনের কোনও ধর্ম বা গুণ নয়। এটি যাপনকারী চৈতন্য ও সক্রিয় চৈতন্য। চেতনা স্বরূপত শূন্য কেননা তার মধ্যে শূন্যতা আছে বলে সে বিষয়ের দিকে প্রতিনিয়ত ধাবিত হয় এবং বিষয়ের আকারে আকরিত হয়ে পূর্ণ হয়। চেতনা প্রতিনিয়ত নিজেকে নিষেধ করে বিষয়ের দিকে এগিয়ে যায় বলে চৈতন্য স্বাধীন। চৈতন্য সবসময় কোনও না কোনোকিছুকে নির্বাচন করছে। চৈতন্য নির্বাচন না করে থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা স্বাধীনতা না নিয়ে পারি না। আর যখন এই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করি তখন আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হই। সার্ত্রে চৈতন্যের চরম স্বাধীনতাকে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে মানুষের যথার্থ অস্তিত্বের স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন।

Endnotes

1. Sartre, Jean-Paul. *Existentialism and Humanism*. Translated by Philip Mairet, Methuen, 1960, P.58.
2. Masih, Y. *A Critical History of Western Philosophy: Greek, Medieval and Modern*. Motilal Banarsidass, 2017, P.202.
3. Solomon, Robert C. *From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth-Century Backgrounds.* Harper & Row, 1972, P.258-259.
4. Ideas, P.357.
5. Ideas, P.204.
6. Quoted by Sartre, BN Ixi; and Merleau-Ponty, P. xvii.
7. Solomon, Robert C. *From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth-Century Backgrounds.* Harper & Row, 1972, P.258.
8. Ibid, P.259.
9. Ibid, P.265.
10. Ibid, P.268.
11. Ibid, P.265.
12. Ibid, P.284.
13. Ibid, P.287.
14. Ibid, P.281.
15. Ibid, P.286.
16. Ibid, P.288.
17. Ibid, P.288.

Bibliography

- ঘোষ, ড. সঞ্জীব। প্রতিভাস বিজ্ঞান ও অস্তিবাদ। ব্যানার্জী পাবলিশার্স। কলকাতা। ২০২০-২০২১।
- Breisach, Ernst. *Introduction to Modern Existentialism*. New York. Grove Press. 1962.
- Masih, Y. *A Critical History of Western Philosophy: Greek, Medieval and Modern*. Motilal Banarsidass, 2017.
- Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. Translated by Hazel E. Barnes, Washington Square Press, 1992.

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

- Sartre, Jean-Paul. *Existentialism Is a Humanism*. Translated by Carol Macomber, Yale University Press, 2007.
- Sartre, Jean-Paul. Essays in Existentialism. Edited by Wade Baskin, Citadel Press, 1993 4) Kaufmann, Walter, Existentialism from Dostoevsky to Sartre. Penguin Books, 1975.
- Solomon, Robert C. *From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth-Century Backgrounds*. Harper & Row, 1972.
- Sartre, Jean-Paul. *Existentialism and Humanism*. Translated by Philip Mairet, Methuen, 1960.
- Smith, David Woodruff, and Ronald McIntyre. *Husserl and Intentionality: A Study of Mind, Meaning, and Language*. D. Reidel Publishing Company, 1982.